REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১২ই মাঘ বুধবার ১৩৪৪ ইংরাজী 26th January 1938 | ৩৫শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সস্তা দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৩ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এ।, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, মাঃজন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ক্যাপ্টেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুরং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷৵০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমা
(১৯৩৬-৩৭)
২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর	প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ২৩৲	আজীবন বীমায় ২০৲

চলতি বীমা…	১২	কোটি ৮৫ লক্ষের উপর
বীমা তহবিল…	২	„ ৩১ লক্ষের „
মোট সংস্থান…	২	„ ৬০ „ „
প্রিমিয়াম আয়…	…	… ৭২ „ „
দাবী শোধ…	১	কোটি ৪০ „ „

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

ন্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই ন্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও ন্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি বাত সমস্তই ন্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে ন্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ব্রজশশী

আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত—সন ১৩০২ সাল)

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি-এ, কবিরত্ন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ১৯৩৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা ১টার সময় বহরমপুর সদর সাবডিভিস্যানাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি বারুদ ইত্যাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে। ইতি ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮।

(Sd.) M. Barakatullah.
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-ইন-চার্জ্জ,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,
২০।১।৩৮

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১২ই মাঘ বুধবার সন ১৩৪৪ সাল

ষ্টেশন যাত্রীদের অসুবিধা

রঘুনাথগঞ্জ সহর হইতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত দুইখানি মোটর বাস চলাচল করিত। একখানির মালিক ও ড্রাইভার শ্রীযুক্ত নন্দকুমার সিংহ পীড়িত হওয়ায় তাঁহার গাড়ীখানি বন্ধ আছে। আর একখানির কল কব্জা খারাপ হওয়ায় বন্ধ হইয়াছে। একখানি ট্যাক্সি অল্প সংখ্যক যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে জনসাধারণের খুব অসুবিধা হইতেছে।

ট্রেণে উঠা নামায় নাকাল

কয়েক মাস হইতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে দুপুরের ৫৯নং আপ ট্রেণ ও ৭২নং ডাউন ট্রেণ একসঙ্গে আসিতেছে। সেইজন্য আপ খানি ষ্টেশনের দিকের লাইনে ও ডাউন খানি অপর লাইনে দাঁড়াইতেছে। ডাউন ট্রেণের প্যাসেঞ্জারগণকে পাথর কুচি ও কাঁটাগাছের উপর দিয়া উঠা নামা করিতে হইতেছে। একেই ত ষ্টেশনে প্ল্যাটফরম না থাকায় প্যাসেঞ্জারগণকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। তার উপরে কাঁটা গাছ ও পাথর কুচির উপর দিয়া উঠা নামা করিতে প্যাসেঞ্জারগণের ভয়ানক দুর্গতি হইতেছে। আমরা এই বিষয়ে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষা সম্মিলন

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে খুলনায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষা-সম্মিলনের ১৭শ অধিবেশন হইবে। বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন এম, এল, এ অভ্যর্থনা কমিটীর চেয়ারম্যান হইয়াছেন। এই সম্মিলন সম্পর্কে একটী শিক্ষা প্রদর্শনী হইবে।

জাপানে ভূমিকম্প

জাপানের পশ্চিম অংশে ২০ মিনিট ধরিয়া ভূমিকম্প হইয়াছে। ১০ বৎসরের মধ্যে এরূপ ভূমিকম্প হয় নাই। ভূমিকম্পের ফলে নানাস্থানে অগ্নিকাণ্ড হয়।

বাংলায় পশু চিকিৎসা

১৯৩৬-৩৭ সালের রিপোর্ট

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখের "কলিকাতা গেজেটে" বাঙ্গলা সরকারের পশু চিকিৎসা বিভাগের ১৯৩৬-৩৭ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় এই বৎসর বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধিতে যত গৃহপালিত পশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে, গত পাঁচ বৎসরের তুলনায় তাহা সর্ব্বাধিক। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মহামারীতে ৪৩ হাজার ২৪০টী পশুর মৃত্যু হয়। আলোচ্য বর্ষের সংখ্যা ৫২ হাজার ৭০২। এই বৎসর গো-বসন্তের মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এই রোগে পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যু-সংখ্যা ৩৫,২৮১ ছিল, ১৯৩৬-৩৭ সালের সংখ্যা ২৬,১২৬; আলোচ্য বর্ষে গো-বসন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিলেও মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস পাইবার প্রধান কারণ,—ছাগদেহ হইতে সংগৃহীত বসন্ত প্রতিষেধক বীজাণুর দ্বারা গো-মহিষাদির টিকা দিবার বিস্তৃত ব্যবস্থা হইয়াছিল। গো-বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইলেও আলোচ্য বর্ষে পেটের অসুখে অন্যূন ১২,৭১৪টী ছাগলের মৃত্যু বাঙ্গলায় পশু মৃত্যুর মোট সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। পশুর মধ্যে দুষ্টব্রণ ব্যাধির বিস্তার এই বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ১৫৬১; ঢাকা জিলায় এই রোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অন্যূন ১১২৮টী পশুর মৃত্যু হইয়াছে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ দুই মাসেরও অধিককাল ঢাকা জিলা হইতে গরু ও ছাগল এবং চামড়া চালান নিষিদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে ব্রণ-প্রতিষেধক টিকার বীজ আমদানী করিয়া টিকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া গোমহিষাদির দুষ্টব্রণ প্রতিরোধ কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নোয়াখালিতে ২২টী টাটু ঘোড়া নাসা দূষিকা রোগে আক্রান্ত হয়. ইহার মধ্যে দুইটী মারা যায়, অশ্বগুলিকে রোগ প্রতিষেধক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতাবশতঃ মারিয়া ফেলা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৯টী পশুকে টিকা দেওয়া হয়। টিকা দেওয়া পশুর মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা অনধিক ১'৬ মাত্র টিকা ব্যতীত ভেটারেনারী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ বাংলায় অন্যূন ২০,৫৯৪টী পল্লীতে যাইয়া বিভিন্ন রোগাক্রান্ত ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৮৮টী পশুর চিকিৎসা করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮,৪৯৪ ও ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৫২ ছিল। ইহা ব্যতীত পশু চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীরা পল্লী অঞ্চলে মেলা ও প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকিয়া সমবেত পল্লীবাসীদের মধ্যে পশুপালন ও পশুর রোগ প্রতিষেধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে "ভেটারিনারী ভ্যাক্সিন" সেক্সন স্থায়িভাবে গঠন করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় সরবরাহের জন্য টিকা বীজ মজুত রাখিবার সুব্যবস্থা এবং টীকা বীজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় ভেটারীনারী ভ্যাক্সিন সেক্সন হইতে আলোচ্য বর্ষে আসাম ও উড়িষ্যায় গো-বসন্ত প্রতিষেধক টিকা বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে।

বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলায় পশু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজে পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের ন্যায় মিঃ এ, ডি, ম্যালগ্রেগরই প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদ ১৯৩৬ সালের ১:ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শূন্য ছিল। ইহার পর বিহার ভেটারিনারী কলেজের এনাটমী ও ফিজিওলজির প্রফেসর কাপ্তেন জে, এম, লাহিড়া ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজের ছাত্র-সংখ্যা সেসন সুরুর মুখে ১৯৪ জন ছিল, পরে দশ জন ছাত্র কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, অবশিষ্ট ১৮৪ জনের মধ্যে ৭ জন বঙ্গদেশবাসী। অবশিষ্ট ছাত্রগণ ভিন্ন প্রদেশবাসী। কলেজের ৫৮টী ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা আছে ইহার মধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাবোর্ড ২৪টী বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। কলেজের ডিপ্লোমা ও বার্ষিক পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। বাঙ্গলার জেলাবোর্ডসমূহ পশু চিকিৎসা বিভাগের আবেদন অনুযায়ী ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করিয়া বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের এই কলেজে শিক্ষা লাভের সুব্যবস্থা করিতে আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। সরকার ও কলেজের বে সরকারী ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ পরস্পর সহযোগিতা করিয়া কলেজের ক্রমোন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বিড়ালের জন্য দান

মেডনহেড কলেজ রোড নিবাসী পাদরী রেভারেণ্ড ডমাস ফ্রেজার পাইরলিন্স বিষয় সম্পত্তি দানের যে উইলপত্র লিখিয়া গিয়াছেন, সে উইলে তাঁর পোষা বিড়ালের জন্য তিনি দান করিয়াছেন ৯৮০০ পাউণ্ড। উইলে ওয়ারীশনদের মধ্যে বিড়ালদের দানের কথা সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইয়াছে।

কৃষিঋণ আদায়ের ব্যবস্থা

বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের নির্দ্দেশ

বাঙ্গালা সরকারের প্রেস অফিসার নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশার্থ দিয়াছেন,—"কৃষকগণ কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ না করিয়া যাহাতে শীঘ্র কৃষিঋণ পরিশোধ করিতে পারে, তজ্জন্য ঋণ আদায়ের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব বিভাগ এক নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন। প্রধান ফসল সংগৃহীত ও বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরিত হইবার অব্যবহিত পরেই আদায়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আদায়কারী কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি প্রধান ফসল বেশ ভাল হয় এবং অধিকাংশ দেনদার সম্পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ করিতে সক্ষম হয়, তবে আদায়ের কার্য্য চালাইতে হইবে; সার্টিফিকেট যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা হইবে; কিন্তু যে সকল কৃষক ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও ঋণ শোধ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে, কেবল তাহাদের বিরুদ্ধেই সার্টিফিকেট জারী করা হইবে; অজন্মা হইলে আদায়ের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে। আর যদি ফসলের অবস্থা খারাপ হয়, তবে সুদ যথাসম্ভব মাপ করিয়া আদায়ের কার্য্য চালাইতে হইবে। কিন্তু সার্টিফিকেট জারী করিয়া ঋণ আদায় করা হইবে না।

বঙ্গীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বিলাতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে সকল রাজবন্দী বহুদিন যাবৎ গ্রামে বা তাঁহাদের নিজগৃহে আটক আছেন, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট শুধু তাঁহাদেরই মুক্তি দিতেছেন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এখনও প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি কারাগারে বা বন্দী-নিবাসে আবদ্ধ আছেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে, শ্রীযুত বসুর ঐ কথা যথার্থ নয়। গত নভেম্বরের শেষার্দ্ধ হইতে ডিসেম্বরের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ১৫৯ জন রাজবন্দীকে কারাগার এবং বন্দিনিবাস হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে কারাগারে বা বন্দিনিবাসে আবদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা তিন শতেরও অনধিক।

কর্পোরেশনে মুক্ত রাজবন্দী নিয়োগ

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে এ পর্য্যন্ত ৫০ জন মুক্ত রাজবন্দীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫ জনকে স্থায়ী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। এই ১৫ জনের ৭ জন মুক্ত রাজবন্দিনীও আছেন; অপর ৮ জন রাজবন্দিনী অস্থায়িভাবে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার দমকল বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ

বাঙ্গালা সরকারে সিদ্ধান্ত

বাঙ্গালা সরকার কলিকাতার দমকল বিভাগের উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতাবৎকাল ঐরূপ পদে শুধু ইউরোপীয়েরাই নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, ইউরোপীয়ের গুণসম্পন্ন একজন ভারতীয়কে ঐরূপ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় সরিষার চাষ

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রচুর পরিমাণ সরিষা নৌকায় বাহিত হইয়া কলিকাতায় হাটখোলায় আসিত। ঐ সরিষা হইতে কলিকাতা ও হাবড়ার কলে তৈল প্রস্তুত হইত। পাট চাষ বৃদ্ধির ফলেই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক বাঙ্গলায় সরিষার উৎপাদন কমিয়া যায়। সেই সময়ে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে সরিষা আমদানী হইতে থাকে, তাহার দ্বারাই কলিকাতার কল সকল চলিতে থাকে। উক্ত প্রদেশ সমূহের লোকসকল দেখিল যে তিন মণ সরিষায় এক মণ তৈল হয়। সুতরাং তাহারা সরিষা বঙ্গদেশে না পাঠাইয়া ঐ সকল প্রদেশে তৈলের কল স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে সরিষার তৈল পাঠাইতে লাগিল। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের সরিষার তৈলের কল সকল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল, কারণ ঐ সকল প্রদেশ হইতে সরিষা আনিতে যে ভাড়া দিতে হয় ও তাহা হইতে তৈল প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা অপেক্ষা সুলভ মূল্যে ঐ সকল প্রদেশের তৈল কলিকাতায় বিক্রয় হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল সরিষার ভাড়া ১০ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছে কিন্তু তৈলের ভাড়া বাড়ায় নাই। তাহার ফলে কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের তৈলের কল সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গলার এক অত্যাবশ্যক শিল্প অপর প্রদেশের প্রতিযোগিতায় ও রেলের সাহায্যে বন্ধ হইয়া গেল। তাহাতে বহু লোক বেকার হইয়াছে। পাটের দর বেশী হওয়ায় চাষিগণ পাট রোপণ করিয়াছে কিন্তু এক্ষণে পাটের দর কমিয়াছে ও পাট বপন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এক্ষণে যদি চাষীদিগকে সরিষা বপন করিতে পরামর্শ দেওয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গলা আর সরিষার তৈলের জন্য অপর প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না, বাঙ্গলার বহু অর্থ আর বাঙ্গলার বাহিরে যাইবে না। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ যদি সরিষার চাষের দিকে কৃষকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন তবে যেমন একদিকে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাইবে সেই সঙ্গে বহু বেকার কার্য্য পাইবে, তদুপরি বাঙ্গলার ৫০ লক্ষ টাকা বাঙ্গলায় থাকিবে।

পরলোকে প্রয়াণ

গত ১১ই জানুয়ারী রিপণ কলেজের আইন ক্লাশে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপনা করিতেছিলেন তখন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেইখানেই তাঁহার প্রাথমিক চিকিৎসা হয় পরে তাঁহাকে গৃহে পাঠান হয়। সেই দিন রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বহুদিন তিনি অতিরিক্ত রক্ত চাপের রোগে ভুগিতেছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একনিষ্ঠ সাধক, সিটী কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, কর্ত্তব্যে তাঁহার তীব্র অনুরাগ ছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিকী অনুরক্তি ছিল। ধর্ম্মানুরাগী কৃষ্ণকুমার মিত্রের পর হেরম্বচন্দ্রকেও ব্রাহ্মসমাজ হারাইলেন—সমাজের এই ক্ষতির পরিপূরণ হইবে কি না, তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। হেরম্বচন্দ্রের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

দেশ বিদেশের কথা

খাদ্য দ্রব্য অপচয় নিবারণের জন্য যাদুকরদিগকে খাদ্য দ্রব্য বা ডিম্ব নষ্ট করিয়া পুনরায় তাহা পূর্ব্বের ন্যায় দেখাইয়া বাজি করিতে নিষেধ করিয়া জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন।

গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে ১০ দিন রোগ ভোগ করে।

পৃথিবীর সকল স্থানের মোট ধরিয়া দৈনিক তিন হাজার বিবাহ হয়।

ডেনমার্কে এমন পুরুষ ও নারী নাই যে লিখিতে ও পড়িতে জানে না।

পিঁয়াজ স্নায়ু সকল স্নিগ্ধ করে, তাহার জন্য মস্তিষ্ক বিশ্রাম করিতে পারে, সেই কারণে রাত্রে পিঁয়াজ আহার করিলে নিদ্রাকর্ষণ বেশী হয়।

ইংরাজ সৈন্যের পদ বিক্ষেপ প্রতি মিনিটে ১২০ বার।

য়ুরোপের মণ্টেনেগ্রো প্রদেশের এক কৃষক বাজি রাখিয়া এক ট্রেণের সহিত দৌড়াইয়া প্রথমে গন্তব্য স্থানে পৌছাইবার ফলে ১৭৲ টাকা বাজি জিতিয়াছিল। পাহাড়ের উপর দিয়া যখন ট্রেণ উপর দিকে যাইতেছিল তখন সে দৌড়াইয়া ট্রেণের দুই মিনিট পূর্ব্বে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছিল। ট্রেণের সেই পথ যাইতে ১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট লাগিয়াছিল।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতা হইতে দিল্লীগামী এক্সপ্রেস ট্রেণ যখন বামরৌলী ষ্টেশনের নিকট পৌছিল তখন প্লাটফর্ম্মে অবস্থিত এক মালগাড়ীর সহিত সংঘর্ষ হয় তাহাতে ৪ জন হত ও ৯ জন আহত হয়। এই দুর্ঘটনায় ঐ দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ট্রেণ যাতায়াত বন্ধ থাকে। এই সংঘর্ষে ইঞ্জিনের কয়লা রাখিবার গাড়ী তাহার পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর চাপে পিষ্ট হইয়াছে। অপর একটী তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর কামরা সংঘর্ষে চূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি ইংরাজ বালক হত হয়, তাহার ভ্রাতা বাঁচিয়া গিয়াছে। মিঃ কে, কে, মুখার্জ্জির পরিবারের দুইটী বালক বালিকার মৃত্যু হইয়াছে, মাতা গুরুতর আহত, বৃদ্ধ পিতা সামান্য আহত হইয়াছে দুইটী বালক-বালিকা অক্ষত দেহে আছে।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮।

১৯২১ খাং ডিঃ সেঃ সাতারাম দাস গোস্বামী দেং বুদ্ধু মণ্ডল দীং দাবি ২০৸৯ খানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেগুা-জামুয়ার ৫৫ শতকের কাত ৩৷৴১০ আঃ ১০৲ খং ১১৭০

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮।

১৯৫৮ খাং ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দেং মহেশনারায়ণ রায় দীং দাবি ৩৫৯৶৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়া-ডাঙ্গা ৫০-৫৮ শতকের কাত ৭৮।৴১৯ আঃ ১০০৲ খং ৫৪, ৫৯, ৮১, ২১৭, ২৪৭, ৩৭৪

১৯৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস আলি বিশ্বাস দাবি ১৩৶৯ খানা ঐ মৌজে বহড়া ১-১৬ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১০৲ খং ২৪

১৯৬০ খাং ডিঃ ঐ দেং সমসের নেহার বিবি দীং দাবি ৫৭।৶৯ মৌজাদি ঐ ৫-৫৪ শতকের কাত ১৮।৪ আঃ ৪৫৲ খং ৪০৮

১৯৬১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৴৩ খানা ঐ মৌজে চর বহড়া ৮৪ শতকের কাত ২৶০ আঃ ১০৲ খং ৬৬৯

১৯৬২ খাং ডিঃ ঐ দেং ইদ্রিশ সেখ দাবি ২৭।৶৩ খানা ঐ মৌজে নশীপুর ১-৬৭ শতকের কাত ৪৸৴১৮ আঃ ১৫৲ খং ১০৭

১৯৬৩ খাং ডিঃ ঐ দেং মাওলাবক্স সেখ দাবি ১২৴০ ঐ মৌজাদিতে ৪৯ শতকের কাত ১।৶২॥ আঃ ৫৲ খং ১৯৪

১৯৬৪ খাং ডিঃ ঐ দেং বিষ্ণুপদ সিংহ দাবি ১৬৸৬ ঐ মৌজাদিতে ১-৬৮ শতকের কাত ৩।৶১২॥ আঃ ১০৲ খং ১৮০

১৯৬৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৶৯ মৌজাদি ঐ ১-৫৪ শতকের কাত ২৸৶১৫ আঃ ১০৲ খং ১৭৯

১৯৬৬ খাং ডিঃ ঐ দেং জোলস বিবি দাবি ১২।৶০ ঐ মৌজাদিতে ৩২ শতকের কাত ১।৶১৮ আঃ ৫৲ খং ১০৫

১৯৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং গোফুর মিঞা দীং দাবি ২৪৸৶৬ ঐ মৌজাদিতে ২-০২ শতকের কাত ৫।৴১০ আঃ ১০৲ খং ৯২

১৯৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং কানাইলাল রায় নাবালক পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং মেনকাসুন্দরী বর্ম্মণ্যা দীং দাবি ৬৬৸৬ খানা ঐ মৌজে কুতুবপুর ও চর কুতুবপুর ৫-৩৫ শতকের কাত ১২॥১৬ আঃ ২৫৲ খং ৫৫ ও ২৬

১৯৬৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ভূপেন্দ্রনাথ রায় দীং দাবি ১৫।৬ খানা ঐ মৌজে কুতুবপুর ১-৩৭ শতকের কাত ১৸৶৪ আঃ ১০৲ খং ৬৪

১৯৬৯ খাং ডিঃ ঐ দেং হারেজ রহমান সেখ দীং দাবি ৬৩॥৶৯ খানা ঐ মৌজে পাঁচনপাড়া ২-৮৮ শতকের কাত ১২॥০ আঃ ২৫৲ খং ৩০৬

১৯৭০ খাং ডিঃ ঐ দেং গৌরাঙ্গিনী দাসী দীং দাবি ২০॥৯ ঐ মৌজাদিতে ১-০৮ শতকের কাত ৫৶০ আঃ ১০৲ খং ২৩৭

১৯৭১ খাং ডিঃ ঐ দেং আনোয়ার সেখ দীং দাবি ২৬৶৯ ঐ মৌজাদিতে ১-১৯ শতকের কাত ৪।৴০ আঃ ১৫৲ খং ২৪৮

১৯৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং শিবরঙ্গিনী দেবী দাবি ৩৫।৶৬ ঐ মৌজাদিতে ১-৫৬ শতকের কাত ৯॥৶০ আঃ ১৫৲ খং ২৭৯

জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফী আদালত
১৯৬৬নং ১৯৩৭ খাজনা জারী।

রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দীগর,
সাং নিমতিতা, ডিঃ সমসেরগঞ্জ—ডিক্রীদার।

বঃ

শ্রীঅনাথবন্ধু বিশ্বাস, সাং নিমতিতা, ডিঃ সমসেরগঞ্জ
—দেনদার।

যেহেতু উক্ত ডিক্রীদার সন ১৯৩৫ সালের ১২৫৪নং ৩৫, খাজনা মোকর্দ্দমার ডিক্রীজারীর জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন অতএব আপনাকে জানান যাইতেছে যে ২৮।১।৩৮ তারিখে স্বয়ং অথবা এই আদালতের উকীল দ্বারা অথবা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও উপদেশপ্রাপ্ত কোন এজেণ্ট দ্বারা এই আদালতে উপস্থিত হইয়া কেন ডিক্রীজারীর আদেশ হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবেন।

Second Munsif Jangipur.

ইসটার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের
আনন্দ সংবাদ
হরিদ্বারে
পূর্ণ কুম্ভ মেলা

ইংরাজী ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুর চিরবাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে আবার সেই মহাপুণ্য যোগ উপস্থিত। এই উপলক্ষে হরিদ্বারে সাধু সন্দর্শন করিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিবেন এই দুর্ল্লভ সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আবার নাও আসিতে পারে।

নং সি পি ৩/১৯।৩৮

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মত আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

এখানে মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর !

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

দামোদর সুধা ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ।৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ভাইট্যালী—জীবনীশক্তিবর্দ্ধক !

ইহা সেবনে—প্রমেহজনিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, শারীরিক শীর্ণতা, অম্ল, অজীর্ণ, প্রস্রাবের দোষ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, অর্শ, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং সূতিকা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ মাত্র। ১ শিশিতে প্রায় ১ মাসের ঔষধ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা
সন ১৩৪৩ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।
সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র।
উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ⁄০ কমিশন বাদ
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটি, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

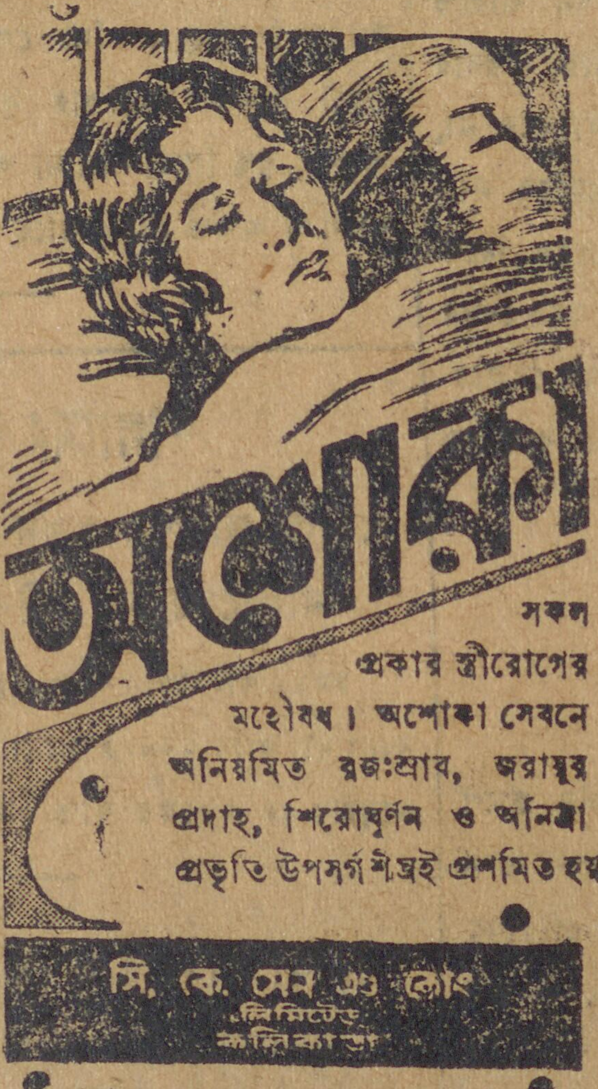

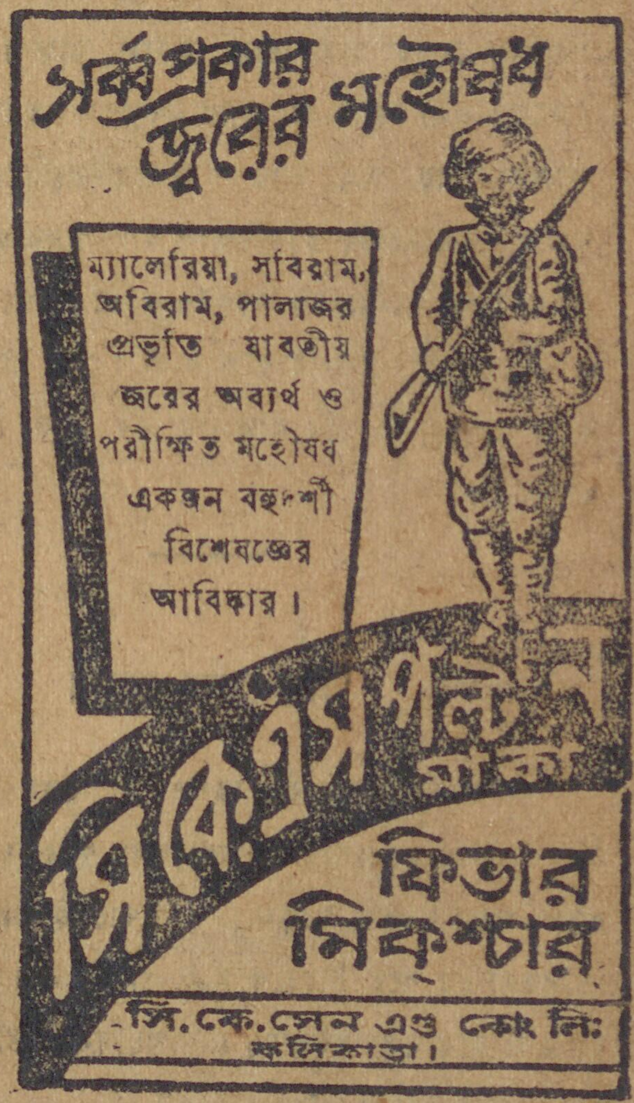

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ:—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ)।
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্‌বরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲